যুগান্তর

MAY 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

...উদ্দিন সেলিম পলাতক রয়েছেন।

বাকৃবি ক্যাম্পাসে ১৫ তরুণের অনন্য দৃষ্টান্ত

বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্বের ১৫ তরুণ-তরুণী সম্প্রতি ক্যাম্পাসে গড়েছে অনন্য এক মাইলস্টোন। তাদের এই আত্মপ্রত্যয়ী কর্মকাণ্ড ক্যাম্পাসে তো বটেই, দেশবাসীকে তাক লাগানোর মতোই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিখিত সংগঠন জিপসীর সহায়তায় ১৫ তরুণ-তরুণীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্যাম্পাসের আশপাশের এলাকার দারিদ্র্যের অক্টোপাসে বন্দি প্রায় দু'শতাধিক অবুঝ শিশু-কিশোর খুঁজে পাচ্ছে শিক্ষার প্রদীপ। প্রায় দু'মাস আগে বাকৃবি ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারকে ঘিরে শুরু হয় তাদের ব্যতিক্রমী কাজের পথচলা। সেই সময় মাত্র ১১ জন ভবঘুরে শিশুকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করে তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় বই, খাতা, কলম। ওই ১১ শিশু পড়াশোনার ব্যাপারটিতে উৎসাহ বোধ করে আশপাশের এলাকায় খবর দিয়ে আরও শিশু-কিশোর নিয়ে আসে। বর্তমানে প্রতিটি বিকালে শহীদ মিনার এলাকায় বসে শিশু-কিশোরদের মেলা প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে। বিভিন্ন আঙ্গিকে পাঠদান দেয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শহীদ মিনার এলাকায় যারা পড়তে আসে তারা কেউ আবাসিক হলের ডাইনিং বয়, কেউ শিশু রিকশা চালক, কেউবা ভবঘুরে। এই ব্যতিক্রমী স্কুলটিতে ছাত্রের তুলনায় আবার ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। প্রতিদিন অনেক অভিভাবকও ছুটে আসেন শহীদ মিনার পাদদেশে তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান দেখতে। জিপসীর প্রতিটি সদস্য এক কণ্ঠেই এই প্রতিনিধিকে বললেন, প্রতিদিন আমাদের নিজস্ব একাডেমিক ক্লাস শেষে বিকালে একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর করে এই কোমলমতি অবুঝ শিশু-কিশোররা। খুব ভাল লাগছে এই অসাধারণ কাজে। সবচেয়ে বেশি আনন্দ অনুভূত হয় যখন দর্শনার্থীরা এসে প্রতিদিন আমাদের উৎসাহ দিয়ে যায়।